ভূমিকা

আমি সত্তদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ, ইসলামী ফাউন্ডেশন ও অন্যদের কাছে কৃতজ্ঞ যারা আরবী কোরআন শরীফ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করেছেন। আমার সৌভাগ্য যে আমি এখন কোরআন শরীফ আমার মাতৃভাষায় পড়তে পারি। যেহেতু বিশ্বের ২০% মুসলমান আরবীভাষা পড়তে পারে এবং বেশীরভাগ মুসলমানরা আরবী ভাষায় লিখিত কোরআন শরীফ বুঝতে পারে না এবং এতে লেখা ওহী বুঝার জন্য অন্য কোনো আলেমের উপরে নির্ভর করতে হয়। অন্য কথায় বলতে হয় তারা অন্য কারও মুখের কথার মাধ্যমে কোরআনের বাণী শুনে। বাদশাহ ফাহাদকে ধন্যবাদ, এখন আর তার প্রয়োজন নেই।

আলাহ চান আপনি তার বাণী বা ওহী উপলব্ধী করেন, কিন্তু আলাহ কী বলছেন তা যদি স্পষ্টভাবে বুঝতে না পারেন তবে কিভাবে আপনি তার আদেশ

পালন করবেন? হয়রত মোহাম্মদ (দঃ) এর আগের জামানার মুসলমানরা আলাহ কী বলেছেন তা তারা বুঝতে পারতেন, কেননা আলাহ তাদের মুখের ভাষাতেই তার কথা বলেছেন। নিম্নের কাহিনী আলাহর বাণী উপলব্ধী করার গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করে। ভারতে এক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর মালিক তার কারখানার শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে আরবী ভাষায় চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, তারা যেন আর লাল শার্ট তৈরি না করে কেবল হলুদ রংয়ের শার্ট তৈরি করে। চিঠিতে আরো লেখা ছিল শ্রমিকরা যদি কঠোর পরিশ্রম করে তবে মাসের শেষে তারা একটি বোনাস পাবে। আরব দেশের মালিক উর্দু বা হিন্দিতে কথা বলতে পারতেন না, কিন্তু তার ম্যানেজারের উপর তিনি নির্ভর করেছিলেন, কারণ তার ম্যানেজার আরবী, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় কথা বলতে পারতেন।

কারখানার ভারতীয় ম্যানেজার আরবী ভাষায় লেখা চিঠিটি জোরে জোরে পাঠ করে শ্রমিকদের শুনিয়েছিলেন এবং তারপর চিঠিটি তাদের সামনেই

একটি টেবিলের উপর রেখে দিয়েছিলেন। শ্রমিকরা মালিকের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছিল, কিন্তু তারা লাল শার্ট তৈরি বন্ধ করে হলুদ শার্ট তৈরি শুরু করেনি; কারণ, তারা তার নির্দেশ বুঝতে পারেনি। কারখানার মালিক যখন জানতে পারলেন যে তার কারখানার শ্রমিকরা এখনো লাল শার্ট তৈরি করে যাচ্ছে, তখন তিনি ম্যানজার ও শ্রমিকদের উপর অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি ম্যানেজার ও শ্রমিকদের ছাটাই করে নতুন ম্যানেজার ও শ্রমিকদের নিয়োগ করতে চাইলেন। যারা তার নির্দেশ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে আরবীয় মালিক ওই ধরণের লোকদের কাজে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; কারণ, যদি তারা তার কথামত কাজ করে তবে তিনি খুশি হয়ে তাদের ভালো বেতন ও বোনাস দেবেন।

আলাহর বাণী বুঝা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না। আলাহর কালাম আপনাকে শুনানোর জন্য অন্য কারও উপর ভরসা করবেন না। এরচেয়ে বরং আপনার নিজের ভাষায় কোরআন শরীফের একটি অনুবাদ

সংগ্রহ করুন এবং এর মধ্যে থাকা সম্পদ খুঁজে বের করুন যা আপনার জীবনকে পরিবর্তিত করবে।

পাক্কা (খাঁটি) মুসলমান
আল-ইমরান ৩:৪২-৪৫

আমার মাতৃভা ায় অনুদিত কোরআন শরীফ পাঠ করার পরে আমি এমন কতগুলো আয়াত দেখেছিলাম যা আমার অন্তরকে আশায় ভরে দিয়েছিল। সুরা আল-ইমরানের ২:৪২-৪৫ আয়াতে বর্ণিত সত্য পাঠ করার পরে আপনিও একই আশার অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

সুরা আল মায়েদা ৫:৮৩ আয়াতে বলা হয়েছে : রাসুলের প্রতি যাহা অবতীণ হইয়াছে তাহা যখন তাহারা শ্রবণ করে তখন তাহারা যে সত্য উপলব্ধী করে তাহার জন্য তুমি তাহাদের চক্ষু বিগলিত দেখিবে। তাহারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ইমান আনিয়াছি; সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত কর।’

উপরে উলেখিত আয়াতে বর্ণিত 'তাহারা' বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে। সেসব লোক কারা যারা আলাহর সত্য উপলব্দী করতে পারে? আমরা সুরা আল ইমরানে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবো।

আমি সুরা আল ইমরান ৩:৪২-৫৫ আয়াত অনেকবার পড়েছি। প্রতিবার প্রথমবার পাঠ করার পরে আমি এই আয়াতগুলোর মধ্যে যে-সত্য খুঁজে পেয়ে আনন্দ লাভ করেছিলাম সেই একই আনন্দ আমি বারবার লাভ করেছি। আমি নতুন কোনো বিষয় খুঁজে পাইনি। ইতিহাস থেকে জানা যায় অনেক লোক যারা তাদের চোখ সত্যের প্রতি খোলা রেখেছিলেন তারাও ওই বিষয়টি খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রতিদিন সুরা আল ইমরান ৩:৪২-৫৫ আয়াত পাঠ করার পর আমাদের শত শত মুসলমান ভাইবোনের চোখ আলাহ খুলে দিচ্ছেন।

আলাহ অনেক মুসলমানের কাছে স্বপ্নের মাধ্যমে সুরা আল ইমরানের ৩:৪২-৫৫ আয়াতের সত্য দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন। সম্প্রতিকালে ৬০০ পাক্কা মুসলমানকে নিয়ে একটি জরীপ কাজ পরিচালিত

হয়েছিল। এই ছয়শো লোকের মধ্যে দেড়শোজন বলেছেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তারা পাক্কা মুসলমান হয়েছেন। স্বপ্নে আলাহর রাসুল তাদের কাছে এসেছেন ও সুরা আল ইমরানের ৩:৪২-৫৫ আয়াতের সত্য দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন। কয়েকজন পাক্কা মুসলমান স্বপ্নের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে দেখেছেন ও তার কথা শুনেছেন, তিনি ওই সত্যকে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন যা এই পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে। পাককিতাবের (কোরআন শরিফের আগে লিখিত কিতাবুল মোকাদ্দসের একটি কিতাব) একটি আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা সত্য জানবে আর সেই সত্য তোমাদের মুক্ত করবে"। আপনি কি সত্য জানতে চানও মুক্ত হতে চান?

এখন আপনি কোরআন শরীফ খুলে নিজেই সুরা আল ইমরানের ৩:৪২-৫৫এই চমৎকার আয়াতগুলো পাঠ করুন। আমি নিজে প্রতিটি আয়াত ব্যাখ্যা করে আপনাকে সাহায্য করবো আমি মুনাজাত করি যেন আপনার চোখ খুলে যায় এবং আপনি সত্য উপলব্ধী

করতে পারেন ও পাক্কা মুসলমান দলে যোগ দেন।

সুরা আল ইমরানের ৩:৪২-৫৫ আয়াত ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরা হলো

৩:৪২ স্মরণ কর, যখন ফিরিশতাগণ বলিয়াছিল,'হে মারইয়াম! আলাহ তোমকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীগণেৰ মধ্যে তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন।'

৩:৪৩ 'হে মার্ইযাম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর এবং যাহারা রুকু করে তাহাদের সাথে রুকু কর।'

ইঞ্জিন শরীফ লেখার আগে প্রায় চারশো বছর ধরে তাহলে কিতাবীদের মধ্যে কথা বলার জন্য কোনো নবী ছিলেন না। আলাহর লোকেরা হতাশা ও নিরাশার মধ্যে ডুবেছিল। জগতের ইতিহাসের এই অন্ধকার সময়ে আলাহ সচারচর ঘটেনা এমন এক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। হযরত জিবরাইল ফেরেত্মার মাধ্যমে এক কুমারী মেয়ে মার্ইয়ামের সাথে তিনি

কথা বলেছিলেন। ফেরেত্মা বিবি মার্ইয়ামকে বলেছিলেন যে, আলাহ একটি বিশেষ কাজের জন্য তাকে মনোনত করেছেন। কিন্তু প্রথমে একজন পাক্কা মুসলমান হিসেবে বিবি মার্ইয়ামকে তার আহবানকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করতে হবে। আলাহর প্রতি বাধ্যতার নিদর্শন হিসেবে তাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করার কথা বলা হয়েছিল।

৩:৪৪ ইহা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ— যাহা তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি। মার্ইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাহাদের মধ্যে কে গ্রহণ করিবে ইহার জন্য যখন তাহারা তাহাদের কলম নিক্ষেপ করিতেছিল তুমি তখন তাহাদের নিকট ছিলে না এবং তাহারা যখন বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না।

৪৪আয়াতে বর্ণিত পটভূমির ইতিহাস স্পষ্ট নয়। মনে হয় যে ধর্মীয় আলেমরা কয়েকজন অবিবাহিত যুবককে একত্রে ডেকেছিলেন। একসময়ে তারা একত্র হওয়ার পর লটারী করে তারা দেখতে চেয়েছিলেন তাদের মধ্যে কে বিধি মার্ইয়াম ও তার সন্তানকে দেখাশোনার করার মহান দায়িত্ব পালন করবে। ইতিহাস

আমাদের বলে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) হযরত মারইয়ারের স্বামী হয়েছিলেন।

কোরআনের অন্য কোনো আয়াতে আমরা বেহেস্ত সংঘটিত এমন উত্তেজনাকর বিষয় পাঠ করিনা। আলাহ এই দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য একটি বিশেষ কাজ শুরু করতে যাচ্ছিলেন, এটা এমন একটা কাজ ছিল যা আগে বা পরে কখনো তিনি আর করেননি।

৩:৪৫ স্মরণ কর-যখন ফিরিশতাগণ বলিল-হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আলাহ তোমাকে তাঁহার পক্ষ হইতে একটি কালেমার সুসংবাদ দিতেছেন। তাহার নাম মসীহ মার্ইয়াম তনয় 'ঈসা, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্যতম হইবে।

৪৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, বিবি মারইয়ামকে জানানো হয়েথিল যে, ঈসা মসীহকে জন্ম দেয়ার জন্য তাকে মনোনীত করা হয়েছে। এই দুনিয়াতে সবখানে মুসলমানরা দুটো নামে ঈসা মসীহ মসীহকে চিনে। তারা তাকে "ঈসা কালেমাতুলাহ" (ঈসা মসীহ

হচ্ছেন আলাহর কালাম) এবং "ঈসা রুহলাহ" (ঈসা হচ্ছেন আলাহের রূহ) নামে ডাকে। কেন মুসলমানরা ঈসা মসীহকে এই দুটো নামে ডাকে?

সুরা আল ইমরান ৩:৪৫ ও সুরা আম্বিয়া ২১:৯১ আয়াতে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো পাওয়া যায়। আলাহ বলেছিলেন যে তিনি আর কালাম মার্ইয়ামের মধ্যে ফুঁকে দেবেন। কি বা কে সেই আলাহর "কালাম"? এবিষয়কে ভালোভাবে বুঝতে হলে সুরা আম্বিয়া ২১:৯১ আয়াত পাঠ করুন। সেখানে বলা হয়েছে, "—সে তাহার সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর তাহার মধ্যে আমি আমার রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পুত্রকে করিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন। "কেন আমরা ঈসা মসীহকে ঈসা কালিমাতুলাহ ও ঈসা রূহলাহ নামে ডাকি? কারণ, কোরআন শরীফে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, ঈসা মসীহ হচ্ছেন আলাহর কালাম ও আলাহর রূহ। আর কোনো ব্যক্তিকে বা নবীকে এই দুই উপাধি দেয়া হয়নি।

আলাহর কালাম ও রূহকে বিবি মার্ইয়ামের গর্তে স্থাপন করা হয়েছিল আর তা জীবন্ত শিশুতে পরিণত হয়েছিল। আলাহ বিবি মার্ইয়ামকে শিশুটির নাম ঈসা আল-মসীহ রাখতে বলেছিলেন। আল মসীহ কথাটির অর্থ হচ্ছে, মনোনীত বা প্রতিশ্রুত ব্যক্তি। ঈসা মসীহর জন্মের ৭৫৮ বছর আগে ইশায়া নবী লিখেছিলেন, — এক কুমারী গর্ভবতী হবে এবং তার নাম রাখা হবে 'ইম্মানুয়েল' (ইশায়া ৭:১৪)। 'ইম্মানুয়েল একটি হিব্রু শব্দ আর একথার অর্থ হচ্ছে "আমাদের সাথে আলাহ"।

এই দুনিয়াতে সমস্ত লোক ঈসা মসীহকে এবং চিরকালের মতো বেহেস্তে সম্মান করবে এবং তিনি আলাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্যতম হবেন। কোরআন শরীফ ঈসা মসীহকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি আলাহর কালাম, তার রূহ, (আল মসীহ) প্রতিশ্রুত মনোনীত ব্যক্তি এবং "সমস্ত জাতির লোকদের কাছে একটি চিহ্ন" (সুরা আম্বিয়া ২১:৯১)। যেখানে আগে কখনো যাইনি আমরা যখন এমন কোনো জায়গায় যেতে চাই তখন আমরা একটি চিহ্ন পেতে চাই যেন

তিনি আমাদের পরিচালিত করেন। যদি আমরা ঈসা মসাইকে অনুসরণ করি তবে আমরা কোথায় যাব?

৩:৪৬ 'সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিবে এবং সে হইবে পুণ্যবানদের একজন।'

ঈসা মসীহর জন্ম ছিল সমস্ত দুনিয়ার জন্য একটি সুখবর এবং তিনি পুণ্যবানদের একজন হবেন। ঈসা মসীহ কীভাবে পুণ্যবান ছিলেন? সুরা মার্ইয়াম ১৯:১৯ আয়াতে আলাহ মার্ইয়ামকে বলেছিলেন যে, ঈসা ছিলেন "একজন পবিত্র পুত্র"। ইঞ্জিল শরীফও আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ঈসা মসীহ কখনো কাওকে হত্যা করেননি, টাকা-পয়সার প্রতিও তার কোনো ভালোবাসা ছিল না, তিনি কখনও বিয়ে করেননি; তিনি ধর্মীয় আলেমদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তিনি প্রতিদিন মুনাজাত করতেন। তিনি চলিশ দিন-রাত ধরে রোজা রেখেছিলেন, ওই সময়ে তিনি কোনো কিছুই খাননি; আর তিনি শত্রুদের ভালোবাসতে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। যদি মসীহ কোনো দিন পাপ করতেন তবে তিনি আলাহর কালাম ও আলাহর রূহ হতে

পারতেন না এভং আলাহর সান্নিধ্যে থাকার জন্য বেহেত্মে যেতে পারতেন না। ঈসা মসীহর জীবনের মধ্য দিয়ে আলাহ দেখিয়েছেন যে কীভাবে "পাক্কা মুসলমান দের" জীবনযাপন কর উচিত। যদি আমরা সবাই ঈসা মসীহর মতো জীবনযাপন কররতাম তবে এটা একটা চমৎকার দুনিয়া হতো।

৩:৪৭ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই, আমার সন্তান হইবে কীভাবে?' তিনি বলিলেন, 'এইভাবেই', আলাহ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।

আলাহর দেয়া খবর শুনে বিবি মার্ইয়ামের মন খুব অস্থির হয়ে উঠেছিল। তিনি আলাহর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, "কীভাবে আমার ছেলে হতে পারে, কারণ আমি বিয়ে করিনি আর এমনকি কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি? বিবি মারইয়ামের প্রতি আলাহ খুবই ধৈর্যশীল ছিলেন। তিনি তাকে উত্তরে বলেছিলেন, "আমি আলাহ, আমার ইচ্ছামতো কাজ করা আমার জন্য কঠিন নয়।"

আলাহ কোনো কিছু হঠাৎ করে কোনো কাজ করেন না, আলাহ যা কিছু করেন না কেন তা তার নিখুঁত পরিকল্পনা অনুসারেই করেন তাহলে আলাহ কেন কোনো পিতা ছাড়াই ইসার জন্ম হতে দিলেন? কোনো নবী কি বিনা বাপে এই দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? সমস্ত মুসলমানদের কাছে এই ঘটনা কী অর্থ বহন করে?

এসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আরো পুঙ্খানুপুঙ্খাভাবে হযরত আদরের জীবনী লক্ষ্য করতে হবে। কোরআন শরীফের সুরা আল ইমরান ৩:৫৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইসা হচ্ছেন আদমের মতো। উভয়ের মধ্যে মিলের কারণ হচ্ছে তাদের কারোরই জাগতিক পিতা ছিলেন না। আলাহর অবাধ্য হওয়ার আগে হযরত আদম আলাহর সাথে বাগানে (বেহেত্ম) চলাচল করতেন। হযরত আদম চিরদিনের মতো আলাহর উপস্থিতিতে জীবনযাপন করতে পারতেন; কারণ, ইসা মসীহর মতো তারও কোনো পাপ ছিল না। হযরত আদম প্রথমে পুন্যবান ও

পবিত্র ছিলেন কারণ তাকে সেভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং আলাহর পবিত্র রূপ দ্বারা তিনি পূর্ণ ছিলেন। আলাহর কথা অমান্য করার পরে হযরত অদম নাপাক হয়ে যান এবং আলাহর সাথে তিনি আর বাগানে (বেহেত্ম) বাস করতে পারেননি।

কোরআন শরীফের ২০:১২১ আয়াত পাঠ করুন : "অতঃপর তাহারা উভয়ে উহা হইতে ভক্ষণ করিল; তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃতস করিতে লাগিল। আদম তাহার প্রতিপালকের হকুম অমান্য করিল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হইল।"

সবচেয়ে বেশী নিশ্চয়তার সাথে একথাটা বলা যায় যে, কেবল ঈসা আল-মসীহ ছাড়া আমরা সবাই হযরত আদমের বংশধর। আম গাছে কেবল আম ধরে! আম গাছে কি কখনো কমলা ধরে? হযরত আদমের বংশধর হিসেবে সমস্ত মানুষ হযরত আদমের স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। হযরত আদমের সাথে যুক্ত বলে তার বংশধরেরা পাপের অভিশাপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কেবল ঈসা মসীহ হচ্ছেন একমাত্র

মানুষ যিনি কখনো পাপ করেন নি। তিনি পাপ করেননি কারণ তিনি আদমের রক্তের ধারায় জন্মগ্রহণ করেননি। উত্তরাধিকার সূত্রে হযরত আদমের পাপ-স্বভাবও তিনি লাভ করেননি।

এখন আপনি কি বুঝতে পারছেন কেন আমি কোরআন শরীফ পাঠ করতে ভালোবাসি? কারণ, কোরআন শরীফ আমাদের দেখিয়েছে যে, ঈসা মসীহ হচ্ছেন আলাহর কালাম এবং রূহ, তিনি হচ্ছেন প্রতিক্ষাত মসীহ এবং তিনি নিষ্পাপ! এগুলো সবই আমার অজ্ঞতা দূর করেছে। কিন্তু অপেক্ষা করুন, আরো অনেক বিষয় জানার রয়েছে।

৩:৪৮ 'এবং তিনি তাহাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজীল।'

আলাহ ঈসা মসীহকে পাককিতাব শিক্ষা দিয়েছেন। "পাক্কা মুসলমান" ৪টি আসমানি কিতাব : তাওরাত শরীফ, জবুর শরীফ, ইঞ্জিল শরীফ ও কোরআন শরীফ পাঠ করেন। আলাহ হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে নির্দেশ দিয়েছেন যদি বেহেত্ম থেকে আপত কোনো

বাণী (ওহী) সম্পর্কে তার কোনো প্রশ্ন থাকে তবে ওই প্রশ্নের উত্তর তিনি "যারা পূর্বের কিতাবসমূহ" অর্থাৎ কোরআনের আগে লেখা কিতাবগুলো পাঠ করেন তাদের কাছে পেতে পারেন। সুরা ইউনুস ১০:৯৪ আয়াতে বলা হয়েছে "আমি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি উহাতে যদি তুমি সন্দেহে থাক তবে তোমার পূর্বের কিতাব যাহারা পাঠ করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর; তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার নিকট সত্য অবশ্যই আসিয়াছে। তুমি কখনও সন্দিগ্ধচিত্তদের অন্তর্ভুক্ত হইওনা।"

আমি তওরাত শরীফ, জবুর শরীফ ও ইঞ্জিল শরীফ পাঠ করেছি। এই কিতাবগুলো সরাসরি মূল-ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে বলে এগুলো নির্ভরযোগ্য। আমার এক বন্ধু একবার আমাকে বলেছিলেন যে, আগের কিতাবগুলো পাঠ করে এখন তিনি নিজেকে একজন সম্পূর্ণ মুসলমান হিসেবে মনে করেন। একটি গরু এক পা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

কিন্তু যখন সে চার পায়ের উপরে ভর করে দাঁড়ায় তখন সে শক্তিশালী পশু। একজন "পাক্কা মুসলমান" চারটি কিতাবই পাঠ করেন।

সুরা ৪:১৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ! তোমরা আলাহে, তাঁহার রাসুলে, তিনি যে কিতাব তাঁহার রাসুলের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আন। এবং কেহ আলাহ, তাঁহার ফিরিশতা, তাঁহার কিতাব, তাঁহার রাসুল এবং আখিরাতকে প্রত্যাক্ষাণ করিলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।"

"আগের কিতাবগুলো কি পরিবর্তন করা হয়েছে? কোরআন শরীফে বলা হয়েছে, নাহ!" পরিবর্তিত হয়নি। আলাহ কি তার বাণী রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নন?

কোরআন শরীফের সুরা আন্ আম ৬:১১৫-১১৬ আয়াত পাঠ করুন, ওই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, "সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমর প্রতিপালকের

বাণী পরিপূর্ণ। তাঁহার বাক্যে পরিবর্তন করিবার কেহ নাই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

কেউই আলাহর কালাম বা বাক্য পরিবর্তন করতে পারে না। যদি কেউ আপনাকে বলে যে, "আগের কিতাবগুলো" পরিবর্তিত হয়েছে তবে তাকে প্রশ্ন করুন, "কে ওগুলো পরিবর্তন করেছে আর কখন ওগুলো পরিবর্তিত হয়েছিল"? তারপর তাকে প্রশ্ন করুন, "ইঞ্জিল শরীফ নাজিল হওয়ার ছয়শো বছর পরেও নাজিল হয়েও কেন কোরআন শরীফ আমাদের বলে না যে ইঞ্জিল শরীফ পরিবর্তিত হয়েছে?

এখন সুরা আল ইমরানের ৩:৪৯ আয়াত পাঠ করুন এখানে বলা হয়েছে: এবং তাহাকে (ঈসা মসীহ) বনী ইসরাঈলের জন্য রাসুল করিবেন।' সে বলিবে, 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পক্ষীসদৃশ আকৃতি গঠন করিব; অতঃপর উহাতে আমি ফুৎকার দিব ফলে আলাহর হকুমে উহা পাখী হইয়া যাইবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্থকে নিরাময় করিব। এবং আলাহরর হকুমে

মৃতকে জীবত্ম করিব। তোমরা তোমাদের গৃহে যাহা আহার করও মত্তজুদ কর তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব; তোমরা যদি মু'মিন হও তবে ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।" আমি যখন ঈসা মসীহের মাটি দিয়ে পাখি তৈরি করার এই কাহিনী পাঠ করি, তখন আমি এই কাহিনীর পটভূমি কীভাবে আলাহ মাটি দিয়ে হযরত আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন তা নিয়ে ভেবেছিলাম। কোরআন শরীফ অনুসারে ৪৯ আয়াতে বলা হয়েছে আলাহ ঈসা মসীহকে জীবন সৃষ্টি করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আলাহর শক্তির সাহায্যে তিনি কুষ্ঠ রোগী, অন্ধ, অবশরোগীদের ভালো করেছেন, এমনকি তিনি মৃতকেও জীবন্ত করেছেন।

এই আয়াত পাঠ করার পরে আবারও একবার আমার প্রাণ আশায় ভরে গেল। ঈসা মসীহকে জীবন ও মৃত্যুর উপরে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মৃতকে জীবাত্ম করার ক্ষমতা কথাটা শুনে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। আগে আমি ভেবেছিলাম যে, মৃত্যু হচ্ছে এই দুনিয়ায় আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। কিন্তু এখন আমি

কোরআন শরীফ থেকে বুঝতে পারি যে, ঈসা মসীহকে মৃত্যুর উপরে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। দুনিয়া এমন কারও জন্য অপেক্ষা করেছিল যিনি আমাদের সবচেয়ে বড় ও সর্বশেষ শত্রুকে জয় করতে পারবেন। যদি ঈসা মসীহকে জীবন ও মৃত্যুর উপরে ক্ষমতা দেয়া হয়ে থাকে তবে তিনি আমাদের জন্য কী করতে পারেন?

৩:৫০ আর আমি আসিয়াছি আমার সম্মুখে তাওরাতে যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থক রূপে ও তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতকগুলিকে বৈধ করিতে। এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। সুতরাং আলাহকে ভয় করে আর আমাকে অনুসরণ কর।

ঈসা মসীহ বলেছিলেন যে, 'পূর্বের কতাবে' তার সম্পর্কে নবীরা যা বলেছেন তার জীবন তা প্রমাণ করবে। যখন আমি মূল-ভাষা থেকে অনুদিত 'পূর্বের কিতাবগুলো' পাঠ করি, সেখানে আমি ঈসা মসীহ

সম্পর্কে তিনশোরও বেশি ভবিষ্যদ্বানী খুঁজে পেয়েছি।

সুরা আল ইমরান ৩:৫০ আয়াতে ঈসা মসীহ আমাদেরকে বলেছেন আলাহর প্রতি আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাকে (ঈসা মসীহ) অনুসরণ করা। আলাহর প্রতি আপনার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য আপনাকে অবশ্যই ঈসা মসীহের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। আমরা কোরআন শরীফে ঈসা মসীহর দেওয়া একমাত্র হকুমটি এখানে ৩:৫০ আয়াতে দেখতে পাই। এখানে স্পষ্ট হকুম রয়েছে, আমাকে (ঈসা) অনুসরণ কর। পরবর্তী সময়ে আপনি দেখবেন যে যারা ঈসা মসীহর হুকুম পালন করে তাকে অনুসরণ করবে তাদের জন্য চমৎকার প্রতিজ্ঞা রয়েছে।

যদি ঈসা মসীহর হকুমগুলো আমাদের পালন করতে হয় তবে আমাদের জানতে হবে এসব হকুমগুলো কোথায় রয়েছে? ওগুলো শরীফে পাওয়া যায়। কীভাবে আপনি আলাহর প্রতি কর্তব্য পালন করবেন ও ঈসা মসীহর হকুম অনুযায়ী তাকে অনুসরণ করবেন যদি না আপনি জানেন কী কী হকুম তিনি আমাদের

পালন করতে বলেছেন? ইঞ্জিন শরীফে যা বলা হয়েছে সেগুলো আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে যাতে আপনি জানতে পারেন কীভাবে ঈসা মসীহর হকুম পালন করে তাকে অনুসরণ করতে হয়? হযরত মোহাম্মদ (দঃ) যে ইঞ্জিল শরীফ ব্যবহার করেছেন তা আজকের দিনেও পাওয়া যায়। ইঞ্জিল শরীফ পাওয়ার পর, ওটা প্রথম শতাব্দীতে লেখা মূল গ্রীক ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে কি-না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরীক্ষা করে দেখুন।

৩:৫১ 'নিশ্চয়ই আলাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত করিবে। ইহাই সরল পথ। একটি পথ বা তরিকা সব সময়ে আমাদেরকে কোনো কিছুর বা কারও কাছে নিয়ে যায়। সোজা পথ বা সিরাতুল মোস্তাকিম (তরিকা) হচ্ছে এই আয়াতে উল্লেখিত একটি যায়। পথ যা আমাদেরকে আলাহর কাছে নিয়ে যায়। এটি আলাহর কাছে পৌছানোর জন্য সোজাও সরাসরি পথ। আর কোনো বাইপাস বা মোড় নেই। এটি হচ্ছে সোজা পথ একথাটির অর্থ হচ্ছে এটি তার

চূড়ান্ত লক্ষ্য বেহেত্ম পৌঁছানোর আগে এই পথ শেষ হয়ে যাবে না। এজন্য আলাহর কাছে যাবার জন্য এই পথে কে যেতে পারে?

আপনি কি এ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনেছিলেন, "যদি আমি যথেষ্ট ভালো কাজ করি, তবে আমার মৃত্যুর পরে আলাহ বেহেত্মে তার সাথে আমাকে থাকতে দেবেন?" এমন কথা যে বলে সে অন্ধ আর আলাহর পবিত্রতা সম্পর্কে অপমানকর কথা বলে। আপনি কতোগুলো ভালো কাজ করেছেন তা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, আপনি এই সত্যকে দূর করে দিতে পারেন না যে আপনার জীবনে এমন অনেক সময় ছিল যখন আপনি আলাহর কথার অবাধ্য হয়েছেন।

আলাহ হচ্ছেন শতকরা ১০০ ভাগ পবিত্র এবং তার উপস্থিতিতে কোনো পাপ থাকতে পারে না। মনে রাখবেন শুধুমাত্র একটি পাপ করার কারণে হযরত আদমকে আলাহর উপস্থিতি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগ পবিত্র লোক

বেহেস্তে যেতে পারে না। আসলে শতকরা ৯৯.৯৯% ভাগ পবিত্রতা বলতে কোনো কিছু নেই। পবিত্রতা সব সময়ে শতকরা ১০০ ভাগ হতে হয়। কেবল সেসব লোকেরাই আলাহর সান্নিধ্যে যেতে পারে যাদের পাপ সম্পূর্ণভাবে দূর করা হয়েছে। এটি আমাদের জন্য এক দুঃসংবাদ; কারণ, আমরা সবাই পাপ করেছি। আমাদের একমাত্র আশা হচ্ছে এই যে আলাহ আমাদের জন্য একটি উপায়ের ব্যবস্থা করবেন যাতে আমরা নিজেদের পাপ ও পাপ-স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারি।

৩:৫২ যখন 'ঈসা তাহাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করিল তখন সে বলিল, আলাহর পথে কাহারা আমার সাহায্যকারী?' হাওয়ারীগণ বলিল, 'আমরাই আলাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আলাহে ঈমান আনিয়াছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান অর্থাৎ আলাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি), তুমি ইহার সাক্ষী থাক।'

৩:৫৩ আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ তাহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং আমরা এই রাসুলের (ঈসা মসীহ) অনুসরণ করিয়াছি। সুতরাং

আমাদিগকে সাক্ষ্যদানকারীদের (সত্য সম্পর্কে) তালিকাভুক্ত কর।'

দুনিয়ার সমস্থ লোক যাতে কেবল আলাহর এবাদত করতে পারে এজন্য ঈসা মসীহ কারা তাকে সাহায্য করবে সে সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। একটি ক্ষুদ্র দলের কয়েকজন লোক এগিয়ে এসে একথা বলেছিলেন যে, তারা মুসলমান এবং তারা তাকে সাহায্য করবেন। তারা বলেছিলেন, তারা আলাহর বাণী ও তার প্রেরিত রাসুলকে বিশ্বাস করেন। কোরআন শরীফ অনুসারে ঈসা মসীহর উন্মতরা হচ্ছেন মুসলমান।

কোরআনে কোথাও বলা হয়নি যে, ঈসা মসীহকে অনুসরণ করার দায়িত্ব থেকে মুসলমানদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কোরআনে কখনও বলা হয়নি যে একজন নবী আরেকজন নবীর কতৃত্বকে রদ করে দেয়।

৩:৫৪ আর তাহারা চক্রান্ত করিয়াছিল আলাহও কৌশল করিয়াছিলেন : আলাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ।

শয়তান সত্যকে ঘৃণা করে এবং লোকেরা যাতে সত্য শুনতে না পারে এজন্য সে এটা নিশ্চিত করতে চায়। কতো দিন ধরে আপনি কোরআন শরীফ পাঠ করেছেন যদিও আজো আপনি সুরা আল ইমরান ৩:৪২-৫৫ আয়াত বুঝতে পারেন নি? যদি আপনি কোরআন শরীফ পাঠ করেন শয়তান কিছু মনে করবে না, কিন্তু যদি আপনি কোরআন শরীফ বুঝে ফেলেন এ নিয়ে তার উদ্বিগ্নতা রয়েছে। আলাহ শয়তানকে জয়ী হতে দেবেন না। দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে সত্য জানাবার পরিকল্পনা তাঁর রয়েছে।

ঈসা মসীহর মৃত্যুর জন্য দুটো পরিকল্পনা ছিল। ঈসা মসীহকে মেরে ফেলার একটি পরিকল্পনা ইহদী নেতাদের ছিল আর ইসা মসীহর মৃত্যুর জন্য আলাহরও একটি পরিকল্পনা ছিল। কোরআন শরীফ কখনো কি বলেছে যে, ঈসা মসীহ মরেননি? না, সুরা নেসা ছিল। ৪:১৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইহদীরা বলেছে যে তারা তাতে হত্যাও করেনি বা সলিবেও দেয়নি। লক্ষ্য করুন যে, এই আয়াতে বলা হয়নি যে "ঈসা মসীহ মরেননি"। এটাও লক্ষ্য করুন যে, আসলে

কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেবার অনুমতি ইহদীদের দেয়া হয়নি, কিন্তু রোমীয়রা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতো। এজন্য আসলে ইহদীরা নয় বরং রোমীয়রাই ঈসা মসীহর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিল। যদি আপনি মনে করেন যে, কোরআনে বলা হয়েছে যে, ঈসা মসীহ মরেন নি, তবে পরবর্তী আয়াত পাঠ করুন।

৩:৫৫ স্মরণ কর, যখন আলাহ বলিলেন, 'হে ইসা মসীহ! আমি তোমার কাল পূর্ণ করিতেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া লইতেছি এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে তোমাকে পবিত্র করিতেছি। আর তোমার অনুসারীদেরগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিতেছি, অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।' তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটিতেছে আমি উহা মীমাংসা করিয়া দিব।

আপনার ইমামকে অনুরোধ করুন আরবীতে ৫৫ আয়াত পাঠ করার জন্য। যখন তিনি পড়বেন তখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আপনি শুনতে পাবেন তিনি আরবী শব্দ "মুত্তাওফিকা" শব্দটি বলছেন। এই শব্দের

মূল হচ্ছে "তাওয়াফা"। এই শব্দের অর্থ হচ্ছে, "মৃত্যু হওয়া" বা "মৃত্যুর কারণ হওয়া"। "তাওয়াফা শব্দটি ২৬ বার কোরআনে ব্যবহার করা হয়েছে। ২৪ বার অনুবাদ করা হয়েছে, "মৃত্যু হওয়া" অথবা "কারও মৃত্যুর কারণ।" দু'বার অনুবাদ করা হয়েছে, "ঘুমিয়ে পড়া" কখনো এই শব্দ "তুলে নেওয়া" অর্থে বুঝানো হয়নি। কোরআন শরীফ অন্য ভাষায় অনুবাদের সময়ে অনুবাদককে খুবই সতর্কভাবে কাজ এজন্য ৫৫ আয়াতের সঠিক অনুবাদ এভাবে করা উচিত, হে ঈসা! আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইবো ও তারপর তোমাকে আমার কাছে তুলে নেব"। সুরা মারইয়াম ১৯:৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি, যেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হইব। উত্থিত কথাটির অর্থ "মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া"। এটি আলাহর নিখুঁত পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কেন আলাহ ইসা মসীহকে হওয়া। কোরবানী করেছিলেন? আমি পরবর্তী সময়ে এই প্রশ্নের উত্তর দেব।

ঈসা মসীহ এই সময়ে কোথায় আছেন? ৫৫ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঈসা মসীহকে আলাহর নিজের কাছে তুলে নেয়া হয়েছে। মনে রাখুন আলাহ হচ্ছেন শতকরা ১০০ ভাগ খাঁটি।

যদি কাউকে সরাসরি আলাহর কাছে নেয়া হয় তবে তাকেও শতকরা ১০০ ভাগ খাঁটি হতে হবে। কোনো পাপ বা পাপী মানুষ আলাহর সান্নিধ্যে যেতে পারে না। ঈসা মসীহর জীবনের সারাংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- হযরত আদমের পাপ-স্বভাবের অধিকারী না হয়ে জন্মলাভ করা।

- একটি পবিত্র ও নিষ্পাপ জীবনযাপন করা।

- আলাহ তাকে জীবন ও মৃত্যুর উপরে ক্ষমতা দিয়েছেন।

- আলাহর কাছে যাওয়ার সোজা পথে (তরিকায়) ঈসা মসীহ গিয়েছেন।

- ঈসা মসীহ এখন আলাহর সাথে আছেন।

এই সত্য কোরআন শরীফ থেকে সরাসরি এসেছে। পাক্কা মুসলমান এই সত্য বুঝতে পারেন। ইঞ্জিন শরীফে ঈসা মসীহ নিজের সম্পর্কে একটি স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি পথ, সত্য ও জীবন (ইউহোন্না ১৪:৬)। ইঞ্জিন শরীফের বর্ণিত ঈসা মসীহর দাবীর সাথে সুরা আল ইমরান ৩:৪২-৫৫ আয়াতও একমত পোষণ করে। আলাহর কাছে যাওয়ার পথ ঈসা মসীহ জানেন কারণ তিনি আলাহর কাছে যাওয়ার সোজা পথ তরিকা) ধরেই চলেছিলেন। ঈসা মসীহ হচ্ছেন সত্য; কারণ, তিনি হচ্ছেন আলাহর কালাম। আলাহর কালাম সব সময়ে সত্য। ঈসা মসীহ হচ্ছেন জীবন কারণ তাকে মৃত্যুর উপরে জীবন দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

বেহেস্তে যাওয়ার সোজা পথ (তরিকা)

একজন অন্ধ লোক রাস্তায় চলাফেরা করার জন্য আরেকজন লোকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সুরা আল ইমরান ৩:৪২-৫৫ আয়াত পাঠ করার আগে আমি অনুভব করেছি। আমি রুহানিকভাবে অন্ধ।

আমাকে সাহায্য করার জন্য কারও প্রয়োজন রয়েছে। আমার এমন একজন লোকের সাহায্যের প্রয়োজন যিনি পথ চিনেন। আরেকজন অন্ধ ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করতে পারে না। তিনি অবশ্যই এমন একজন লোক হবেন যিনি আগে সোজা পথে (তরিকা) হেঁটেছেন এবং যার বাড়ি বেহেস্তে রয়েছে।

আমাদের বেহেস্তে যাওয়ার জন্য কি ঈসা মসীহ সাহায্য করতে পাবেন? আমি বিশ্বাস করি সুরা আল-ইমরান ৩:৪২-৫৫ আয়াতে আলাহর তরফ থেকে একটি বিশেষ বাণী রয়েছে। এই চমৎকার বাণী আমাদের বলে যে একজন নবী যিনি বেহেস্তে থেকে এসেছেন, মানুষে হিসেবে জীবনযাপন করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি বেহেস্তে তার বাড়িতে ফিরে গেছেন। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি ঈসা মসীহ আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন।

এই পুস্তিকার শুরুতে আমি কোরআন শরীফ থেকে একটি আয়াত তুলে ধরেছি এবং পরে আপনাদের কাছে একটি প্রশ্ন করেছিলাম। এখন এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় হয়েছে।

সুরা আল মায়েদা (৫:৮৩) আয়াতে বলা হয়েছে, রাসুলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যখন তাহারা শ্রবণ করে তখন তাহারা যে সত্য উপলব্ধী করে তাহার জন্য তুমি তাহাদের চক্ষ অশ্রু বিগলিত দেখিবে। তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা ঈমান আনিয়াছি; সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষাৎবহদের তালিকাভুক্ত কর।'

আমি প্রশ্ন করেছিলাম "এই আয়াতে বর্ণিত "তাহারা" কারা?" এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, "তারা হচ্ছেন ঈসা মসীহর উন্মত্ত যাদেরকে "পাক্কা (খাঁটি) মুসলমান" বা 'বা সম্পূর্ণ' মুসলমান বলা হয়েছে।

কীভাবে ঈসা মসীহকে অনুসরণ করে আপনি বেহেস্তে যেতে পারেন

আলাহ আপনাকে ভালোবাসেন এবং তিনি চান যেন মৃত্যুর পরে আপনি তার সাথে বেহেস্তে বাস করেন। কিন্তু বেহেস্তে যাওয়ার আগে আপনার কাছ থেকে পাপকেসম্পূর্ণ দূর করতে হবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আলাহ একটি উপায়ের ব্যবস্থা করেছেন যাতে আমাদের পাপ সম্পূর্ণ ক্ষমা করা হয় এবং

আমাদের কাছ থেকে পাপকে সম্পূর্ণ দূর করা হয়। হযরত আদম থেকে শুরু হওয়া মানুষের পাপের ক্ষমা পাওয়া যেতে পারে যদি মানুষ কুরবানী পদ্ধতি অনুসরণ করে। পাপ ক্ষমা ও দূর করার পরে ওই ব্যক্তি মৃত্যুর পরে সরাসরি বেহেস্তে আলাহর সান্নিধ্যে থাকতে পারে।

কোরবানী হচ্ছে শাস্তির ছবি যে-শাস্তির আমাদের পাপের জন্য আমাদের পাওনা ছিল। ভাবুন যে আপনি আদালতে জজের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। জজ ন্যায়পরায়ন ও ছিল। কারও প্রতি পত্রপাত না করেই বিচার করেন। আপনার পাপের কারণে আলাহ আপনাকে মৃতুদন্ড দিলেন। এমনকি যদিও আপনি অপরাধী আলাহ আরেকজন নির্দোষ মানুষকে আপনার পাপের শাস্তি গ্রহণ করার জন্য অনুমতি দিলেন। আপনার পাওনা শাস্তিকে সচেতনভাবে কম গুরুত্ব দেওয়া অর্থ আলাহ একজন ন্যায়পরায়ন বিচারক নন। প্রতিটি অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হবে এটাই হচ্ছে ন্যায়বিচার। আপনার পাপের কারণে আপনি মৃত্যুর শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

মুসলমানদের ঈদুল আযহা বা কোরবানীর ঈদের কথা চিন্তা করুন প্রথমতঃ আমাদেরকে একটি নিখুঁত পশু খুঁজে বের করতে হয়। একটি অসুস্থ বা নিম্নমানের প্রাণীকে কোরবানী করা যায় না। কোরবানী করার আগে আমরা আলাহর কাছে একথা বলে মুনাজাত করি, "হে আলাহ, আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আমার মধ্য থেকে রক্ত পাতিত হওয়ার যোগ্য আমি ছিলাম। এজন্য আলাহ! আমার উপর দয়া কর এবং আমার রক্তপাতের বদলে এই নির্দোষ পশুর রক্ত গ্রহণ করো।"

হযরত আদমের সময় থেকে ঈসা মসীহর সময় পর্যন্ত কোরবানী প্রথা চলে আসছিল। কোরবানী হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আলাহর পশুর রক্তের প্রয়োজন নেই। হযরত ইব্রাহিমকে তার প্রতিশ্রুত ছেলেকে কোরবানী করতে বলা হয়েছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে আলাহ হযরত ইব্রাহিমকে তার ছেলেকে কোরবানী করতে নিষেধ করেছেন। আলাহ কেবল তার প্রতি হযরত ইব্রাহিমের ভালোবাসা ও আত্মরিকতার পরীক্ষা করছিলেন।

পাক্কা মুসলমানরা চারটি কিতাব পড়েন বলেই সবচেয়ে স্পষ্ট ভাবে কোরবানের অর্থ বুঝতে পারেন। তারা জানেন যে ঈসা মসীহর উন্নত মুসলমানরা আর কোরবানী করেন না। কেন? কারণ পাক্কা মুসলমানরা জানেন যে, পশু কোরবানী হচ্ছে চূড়ান্ত সর্বশেষ কোরবানীর ছায়া মাত্র। সুরা আলইমরানের ৩:৫৪-৫৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আলাহ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানুষের জন্য এই কুরবানীর ব্যবস্থা করেছেন। সমস্ত মানুষের জন্য আলাহর এই কোরবানী আমাদের দেখায় যে, তিনি আমাদেরকে কতোটা ভালোবাসেন এবং আমাদের নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে আমরা সম্পূর্ণভাবে পাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারি। কিন্তু আলাহ দুনিয়ার সমস্ত লোকের জন্য কোরবানী হিসেবে কী ব্যবহার করেছেন?

কোরআন শরীফ আমাদের বলে যে, ঈসা মসীহর জন্ম দুনিয়ার লোকদের জন্য একটি চিহ্ন সমস্ত মানবজাতির পক্ষে আলাহর কোরবানীর জন্য সবচেয়ে নিখুঁত, পবিত্র এবং চিহ্ন। শক্তিশালী কোরবানী পাওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমরা কোরআন শরীফ

থেকে দেখেছি যে, এই দুনিয়ায় সবচেয়ে নিখুঁত, পবিত্র এবং শক্তিশালী রক্ত কেবল হযরত ঈসা মসীহর ছিল। ঈসা মসীহর নিষ্পাপ ও পবিত্র রক্ত ব্যবহার করে আলাহ কোরবানী করেছেন।

হযরত ইব্রাহিমকে তার প্রতিজ্ঞাত সন্তানকে কোরবানী করতে আলাহ নিষেধ করলেও আলাহ নিজেই ইসা মসীহকে দিয়ে সেই কাজ করেছেন। ভালোবাসার কারণেই এই কাজ করা হয়েছিল, আমরা কখনো এমন দেখিনি যে নিষ্পাপ লোক পাপী লোকদের জন্য জীবন দেয়। আমাদের পাওনা শাস্তি ঈসা মসীহ নিজেই বহন করেছেন। এখন আপনি জানলেন যে, কেন পাক্কা মুসলমানরা এতো কৃতজ্ঞ। তারা বুঝেছেন যে, আমাদের পাওনা শাস্তি তিনি আমাদের দেননি। ইঞ্জিন শরীফে পুরা ইউহোন্না ১৫:১৩ আয়াতে বলা হয়েছে, "কেউ যদি তার বন্ধুদের জন্য তার নিজ জীবন কোরবানী করেছেন।

আজকের দিনেও আপনি পাক্কা মুসলমান হতে পারেন। আপনাকে কেবল বিশ্বাস করতে হবে যে,

আলাহ আপনার জন্য কোরবানীর ব্যবস্থা করেছেন, আপনার পাওনা শাস্তির বদলে বিকল্প শাস্তি ঈসা মসীহকে দিয়েছেন। এখন আপনি দুহাত তুলে বিনয়ের সাথে আলাহকে বলুন যে, আপনি তার কোবরানী গ্রহণ করেছেন এবং আপনার পাপের অপরাধ ও পোনাহের জন্য আপনার পাওনা শাস্তি আপনার বদলে ঈসা মসীহ মসীহ গ্রহণ করেছেন। এই তরিকায় আলাহ আপনার পাপ ক্ষমা করবেন এবং আপনার ওপর থেকে পাপের অভিশাপ তুলে নেবেন। আপনি যখন পাপ থেকে পাকসাফ হবেন তখন মৃত্যুর পরে আপনি আলাহর সান্নিধ্যে আপনি থাকতে পারবেন। আপনি এখন শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারবেন একথা জেনে যে মৃত্যুর পরে আপনি সরাসরি আলাহর সান্নিধ্যে যেতে পারবেন।

সারা দুনিয়ার অসংখ্য পাক্কা মুসলমানের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এই সাক্ষ্য লেখা হয়েছে।